আদেশনং- ০৯
তারিখ-২০/০৭/২৩

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজিরা দাখিল করেন।

নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, ১-৩ নং প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদী পক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হলো, নালিশী সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডীয় মালিক নাদের আলী আর এস ৭০৮ দাগে ১২ শতক সহ ৪০ শতক ভূমি ১১/৪/৩৮ ইং তারিখে মোঃ হোসেন কে দান করেন। নাদের আলী আর এস ৭০৭/৭০৮ দাগাদির ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে তৎ পুত্র কন্যা নজির আহম্মদ গং ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নাদের আলীর ১ম ও ২য় স্ত্রী ও পুত্র আলী আহাম্মদ তার জীবদ্দশায় মারা যান। নাদের আলীর কন্যা হালিমা খাতুন তৎ স্বত্বাংশীয় ৮.১৬ শতক ভূমি ভ্রাতা আবদুর রহমান গং বরাবর হস্তান্তর করেন। নাদের আলীর ২য় সংসারে পুত্র মকবুল আলী ৭০৮ দাগের ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় মরনে বাদী ও ৬১-৭০ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বাদী নালিশী আর এস ৭০৮ দাগে মৌরশী সূত্রে ২ শতক খরিদ সূত্রে ২.২৫ শতক এবং আর এস ৭০৭ দাগে খরিদ সূত্রে ১.৮৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। বিগত ২০/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ১-৩/৫ নং বিবাদীগণ বাদীর স্বত্ব দখলীয় নালিশী ভূমিতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়া বাদীকে বেদখল এবং সেখানে সেখানে কাঁচা পাকা গৃহ নির্মানের হুমকি প্রর্দশন করে। এরুপ প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ উক্ত বিবাদীগণ যাহাতে নালিশী ভূমি থেকে বাদীকে বেদখল করতে না পারে বা সেখানে কোন পাকা গৃহ নির্মান করতে না পারে বা নালিশী ভূমির রুপ প্রকৃতি পরিবর্তন করতে না পারে তজ্জন্যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে ১-৩ নং বিবাদী প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য হলো, আর এস ১১৫৭, ১৬৫১, ২৯৯ এবং ৬৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত ১৬৫.৭১ শতক সম্পত্তির মালিক ছিল নাদের আলী। উক্ত নাদের আলী ১৯৩০ ও ১৯৩৮ সনে দানপত্র মূলে (১০+৪০) =৫০ শতক ভূমি নাতী মোহাম্মদ হোসেন কে দান করেন। নাদের আলীর মৃত্যুতে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নজির আহম্মদ কন্যা ফয়েজ বিবি হালিমা খাতুন ও ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মকবুল আহম্মদ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। মোহাম্মদ হোসেন নিঃসন্তান মরনে মাতা সুরতজ্জামাল ১৬.৬৬ শতক এবং চাচা নজির আহম্মদ ৩৩.৩৩ শতক পায়। নজির আহম্মদ পৈত্রিক ও ফুতু সূত্রে প্রাপ্ত ৭১.৯০ শতক ভূমি থেকে ৭০৮ দাগে ১৯৭৬ সনে ৩৩১২ নং কবলামূলে ২০ শতক ভূমি আবদুর গং বরাবর হস্তান্তর করেন। তাদের নামে বি এস খতিয়ান হয়। পরবর্তীতে আবদুর রহিম গং উক্ত সম্পত্তি ১৯৮৯ সনে ১-৪ নং বিবাদী গং দের নিকট বিক্রয় করেন। নজির আহম্মদ ৭০৮/৭১০ দাগের আন্দরে ১৪.৫০ শতক ভূমি ১৯৪৮ সনে এরশাদ আলী বরাবর বিক্রয় করেন। নজির আহম্মদ ও তৎ ভ্রাতা মকবুল ৫১৯ দাগে ৩৯ শতক ভূমি ১৯৪৭ সনে কবলামূলে এরশাদ আলীর নিকট বিক্রয় করেন। নজির আহমদ ও সিরাজুল হক ১১/০২/৭০ ইং তারিখে নালিশী ৫২৭, ৭০৭, ৭০৮ দাগাদিতে ৩৬ শতক এবং ৫১৯ দাগে ১০ শতক সহ ৪৭ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী আবুল কাসেম বরাবর হস্তান্তর করেন। মকবুল আহমদ বিক্রিবাদ ১৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় বিগত ১০/০১/৫৮ ইং তারিখে কবলামুলে নালিশী ৭০৭ দাগে ২২ শতক ভূমি নূর উদ্দিনের নিকট বিক্রি করেন। অর্থাত অংশাতিরিক্ত ভূমি বিক্রয় করেন। নূরউদ্দিন মরনে তৎ স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ তিন কবলায় ৬৮.৫০ শতক ভূমি মোহাম্মদ হোসেন বরাবর বিক্রয় করেন। মোহাম্মদ হোসেনের পুত্র কন্যাদের সাথে

দুই কবলায় ৫৭ শতক ভূমি বিবাদীগনের মাতা আজব খাতুন পায়। আজব খাতুনের নামে নামজারি খতিয়ান হয়। আজব খাতুন মরনে অত্র বিবাদীগণ পায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে খরিদসূত্রে বিবাদীগণ আরো কতেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এভাবে বিবাদীগণ খরিদ ও মৌরশীসূত্রে নালিশী আর এস ৭০৮ দাগ সামিল বি এস ৭০০ দাগের ভূমি ৩৭১৩/৫০৩৪ নং কবলামুলে নামজারি খতিয়ান সৃজনে ভোগদখলকার হন। বাদীগণ আর এস ৭১৩/৭১৪/৭১৫ দাগাদির ভূমিতে বাড়ি ভিটিতে ভোগদখলে থাকা স্বত্বেও পুনরায় আর এস ৭০৭/৭০৮ দাগে দাবী করছেন। অত্র মামলায় দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত , আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী-বাদীপক্ষ ১(ক) নং তফসিল বর্নিত আর এস ৭০৮ দাগের আন্দরে ৪.২৫ শতক এবং ৭০৭ দাগের আন্দরে ১.৮৩ শতক ভূমি বাবদ ১-৩/৫ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক নাদের আলী ছিল। বাদীপক্ষের দাখিলী আর এস খতিয়ান হতে প্রতীয়মান হয় নালিশী ৭০৮ দাগে নাদের আলী ।।. আনা অংশে ১৯.৫ শতকে এবং ৭০৭ দাগে ২২ শতকের মালিক ছিল। বাদীপক্ষের দাবিমতে নাদের আলী আর এস ৭০৮ দাগে ১২ শতক সহ ৪০ শতক ভূমি দানপত্রমূলে ১৯৩৮ সনে মোঃ হোসেন বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত নাদের আলী আর এস ৭০৭/৭০৮ দাগাদির ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে তৎ পুত্র কন্যা নজির আহম্মদ গং ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বাদীগণ নাদের আলীর পুত্র মকবুল আলীর ওয়ারীশ দাবি করিয়া নালিশী আর এস ৭০৮ দাগে মৌরশী সূত্রে ২ শতক এবং খরিদ সূত্রে ২.২৫ শতক এবং আর এস ৭০৭ দাগে খরিদ সূত্রে ১.৮৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার দাবি করেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে, নাদের আলী ১৯৩০ ও ১৯৩৮ সনে দানপত্র মূলে (১০+৪০) =৫০ শতক ভূমি নাতী মোহাম্মদ হোসেন কে দান করেন। দাখিলী দলিল হতে ইহার সত্যতা থাকলেও ১৯৩০ সনের দানপত্র মূলে নালিশী খতিয়ানের কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে মোহাম্মদ হোসেন নিঃসন্তান মরনে মাতা সুরতজ্জামাল ও চাচা নজির আহম্মদ ওয়ারীশ থাকে। বিবাদীপক্ষের দাখিলী ১২/০৩/৪৮ ইং তারিখের কবলা হতে দেখা যায়, নজির আহম্মদ নালিশী ৭০৮/৭১০ দাগে ১৪ শতক ভূমি আসদ আলী বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। এছাড়া নজির আহম্মদ পৈত্রিক ও ফুতু সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি থেকে ১৯৭৬ সনের কবলামূলে ৭০৮ দাগে ২০ শতক ভূমি আবদুর গং বরাবর হস্তান্তর করেন। আবদুর রহিম গং উক্ত সম্পত্তি ১৯৮৯ সনে ১-৪ নং বিবাদী গং দের নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত

দলিলের ফটোকপি হতে উহার সত্যতা মিলেছে। বিবাদীপক্ষের দাখিলী ৬/৫/৪৭ ইং তারিখের ২৫৮১ নং কবলা হতে প্রতীয়মান হয় নজির আহম্মদ ও মকবুল আলী ৫১৯ দাগে ৩৯ শতক ভূমি এশাদ আলীর নিকট বিক্রয় করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় ১১/০২/৭০ ইং তারিখের কবলা হতে পাই যে নজির আহমদ ও এশাদের পুত্র সিরাজুল হক নালিশী ৭০৮ দাগে ৭ শতক সহ ৪৭ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী আবুল কাসেম বরাবর হস্তান্তর করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী ১০/০২/১৯৫৮ কবলা হতে দেখা যায় বাদীগনের পূর্ববর্তী মকবুল আহমদ নালিশী ৭০৭ দাগে সম্পূর্ন ২২ শতক ভূমি নূর উদ্দিনের নিকট বিক্রি করেন। উক্ত নূরউদ্দিন মরনে তৎ স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ তিন কবলায় ৬৮.৫০ শতক ভূমি মোহাম্মদ হোসেন বরাবর বিক্রয় করেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। মোহাম্মদ হোসেনের ওয়ারীশ গণ থেকে দুই কবলায় ৫৭ শতক ভূমি বিবাদীগনের মাতা আজব খাতুন পায়। আজব খাতুনের নামে নামজারি খতিয়ান হয়। আজব খাতুন মরনে অত্র বিবাদীগণ পায়।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে নালিশী ৭০৮ দাগে নাদের আলী ।।. আনা অংশে ১৯.৫ শতকে মালিক ছিলেন। বাদীপক্ষ নালিশী ৭০৮ দাগে ২ শতক ভূমি মৌরশীসূত্রে দাবি করলেও বাদীর স্বীকৃতমতে মূল মালিক নাদের আলী নিজেই উক্ত দাগে ১২ শতক ভূমি দানসূত্রে হস্তান্তর করেছেন। দাগের অবশিষ্ট সম্পত্তি নাদের আলীর ওয়ারীশ নজির আহম্মদ সময়ে সময়ে হস্তান্তর করেছেন। আবার নালিশী ৭০৭ দাগের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বাদীগনের পূর্ববর্তী মকবুল আহমদ ১৯৫৮ ইং সনের কবলামুলে হস্তান্তর করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ নালিশী ৭০৮ দাগে ২.২৫ শতক এবং ৭০৭ দাগে ১.৮৩ শতক ভূমি খরিদসূত্রে দাবি করলে তৎসমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাখিলী ধারাবাহিক হস্তান্তর/খরিদা দলিলাদি ও জমাখারিজ খতিয়ান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় নালিশী দাগাদিতে বিবাদীগনের আপাত স্বত্ব স্বার্থ ও দখল বিদ্যমান রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে অত্র আদালত এরুপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, অত্র মামলায় মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ২৫/০৫/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী----------ইং পরবর্তী ধার্য তারিখ।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম